ডিজিটাল জামানত ব্যবস্থাপনা

তারিখঃ ২০ মে, ২০২২ ইং

১।ক. চিহ্নিত সেবার নাম: জামানত পদ্ধতির আধুনিকায়ন

১। খ. **সেবা গ্রহণকারী কারা?:** বাংলাদেশ সরকার/মিলার/ডিলার/ ঠিকাদার

২। ক. সেবাটি বর্তমানে কিভাবে দেয়া হয় (বিদ্যমান পদ্ধতি):

১. বিদ্যমান পদ্ধতিতে মিলারগণ সংশ্লিষ্ট জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক দপ্তরে পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট এর মাধ্যমে জামানত প্রদান করেন। যা, সংগ্রহ কার্যক্রম শেষে ফেরত প্রদান করা হয়।

২.ধান ছাঁটাইয়ের বিপরীতে জামানত ১১০% ; চালের ক্ষেত্রে ২%; ৩০ কেজি বস্তা প্রতিটির ক্ষেত্রে ৬০ টাকা এবং ৫০ কেজি বস্তা প্রতিটি বাবদ ৮০ টাকা হারে জামানত নেয়া হয়।

৩. ডিলার ও ঠিকাদার এর নিকট হতে নিয়োগ আদেশ/কার্যাদেশ দেয়ার পূর্বে পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট জামানত নেয়া হয় এবং কাজ শেষে ফেরত প্রদান করা হয়। ডিলার এর জামানত অনির্দিস্ট কাল ধরে নথিজাত হয়ে পড়ে থাকে।

৪. জামানতের অর্থের সময় মূল্য (Time Value) বিভিন্ন ব্যাংক ভোগ করে এবং দায়-দায়িত্ব খাদ্য বিভাগ বহন করে।

২। **খ.চিহ্নিত সেবাটি প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যা, সমস্যার মূল কারণ ও ভোগান্তিঃ**

চিহ্নিত সেবার মূল কারণ	সমস্যার পিছনে মূল কারণ সমূহ	সেবাগ্রহীতা/প্রদানকারীর ভোগান্তি (TCV++)
১) ব্যবস্থাপনার সকল ধাপ ম্যানুয়ালি সম্পাদিত হওয়ায় দীর্ঘ সময় এবং কর্মঘন্টার অপচয়। ২) মিলার মারা গেলে জামানত অবমুক্ত করতে কেউ আবেদন না করলে দীর্ঘদিন নথিজাত হয়ে জামানত পড়ে থাকে। এতে পোকাক্রমণ ও হারিয়ে যাওয়ার ভয় থাকে। ৩) লোকবলের অভাবে জামানত যাচাই সঠিকভাবে না হলে জালিয়াতি হওয়ার আশংকা থাকে। ৪) একজনের ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার অন্য ব্যক্তির উত্তোলন করার নজির রয়েছে।	১। নথিতে ব্যাংক ড্রাফট/ পে-অর্ডার সংরক্ষন। ২। প্রচলিত ব্যাংক ড্রাফট/ পে-অর্ডারের ব্যবহার। ৩। ম্যানুয়াল ব্যাংক ড্রাফট/ পে-অর্ডার যাচাই পদ্ধতি ৪। ভূয়া স্বাক্ষরের মাধ্যমে জামানত তছরুপের সুযোগ। ৫। ভূয়া জামানত প্রদানের সুযোগ। ৬। চালকলে ৩য় পক্ষ কর্তৃক জামানত জমা ও উত্তোলনের সুযোগ।	১) মিলারকে জামানত বাবদ ০৪ (চার) বার ভিজিট করতে হয়: ০২(দুই) বার জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক দপ্তর এবং ০২(দুই) বার ব্যাংকে। ২) ব্যাংক ড্রাফট/ পে-অর্ডারে অতিরিক্ত ফি প্রয়োজন হচ্ছে। ৩) জামানত নথিতে সংরক্ষণের ফলে নথি হারিয়ে গেলে সংশ্লিষ্ট জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক অফিসকে দায়-দায়িত্ব বহন করতে হয়। মিলারগণ ও হয়রানির স্বীকার হয়। ৪) ড্রাফট/ পে-অর্ডার করার জন্য দীর্ঘ সময় ব্যাংকে অপেক্ষা করতে হয়। ৫) জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের দপ্তরে জামানত রক্ষিত হলেও মূল অর্থ সংশ্লিস্ট ব্যাংকে থাকে। ফলে, উক্ত বিপুল পরিমান অর্থের (প্রায় ২ হাজার কোটি টাকা) লভ্যাংশ বিভিন্ন ব্যাংক ভোগ করে।

সমস্যা, সমস্যার কারণ ও এর প্রভাব/ভোগান্তি সম্পর্কে বিবৃত্তিঃ

"অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ নীতিমালা ,২০১৭" এর অনুচ্ছেদ ১০(খ) অনুযায়ী চাল সংগ্রহ মূল্যের ২% জামানত এবং ন্যূনতম ১ কিস্তি পরিমাণ চাল বস্তাবন্দির জন্য (প্রতি বস্তায় ৩০/৫০ কেজি হারে) প্রয়োজনীয় সংখ্যক খালি বস্তায় সরকারি মূল্যের ১০০% জামানত বাবদ"আলাদা দুটি পে-অর্ডার /ব্যাংক ড্রাফটের কথা উল্লেখ রয়েছে ।অনুচ্ছেদ ২১ (ক) অনুযায়ী ধানের সংগ্রহ মূল্যের ১১০% তফসিলি ব্যাংকের ড্রাফট/পে-অর্ডার আকারে জামানত গ্রহণ করার কথা বলা আছে । খাদ্য অধিদপ্তর গত দুই মৌসুমে সিদ্ধ চাল ক্রয় করেছে ১৩.৫ লাখ মেঃটন, আতপ ২ লাখ মেঃটন এবং ধান ১০ লাখ মেঃটন। যার, চালের মুল্যের ২% হারে জামানত বাবদ ১১১.২ কোটি, বস্তার জামানত বাবদ ৩০২ কোটি এবং ধান ছাটাঁই জামানত বাবদ ২৮৬০ কোটি টাকা। মোট ৩৪০৪.২ কোটি। নীতিমালায় কিস্তিতে চাল সরবরাহের সুযোগ থাকায় বস্তার জামানত ৫০% হারে এবং ধান ছাটাঁই এর ক্ষেত্রে ৩০% হারে হিসাব করলে **মোট অংক হবে ১১১২.২ কোটি টাকা। যা, বিভিন্ন ব্যাংক বছরে গড়ে ছয় মাস ভোগ করে থাকে এবং খাদ্য বিভাগ এর দায়ভার বহন করে।** এছাড়াও খাদ্যবান্ধব এবং ওএমএস ডিলার, পরিবহন ঠিকাদার , শ্রম ও হস্তার্পন ঠিকাদার, পুস্টি চালের মিশ্রণ মিলার, নির্মান ঠিকাদার এর আরও প্রায় ৯০০ কোটি টাকা বছরের পর

বছর ফাইল বন্দী হয়ে পড়ে থাকে। সারা দেশে প্রায় ২০০০ কোটি টাকার জামানত খাদ্য বিভাগ ফেলে রাখে। গত দুই মৌসুমে শুধুমাত্র জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, শেরপুর কার্যালয়ে ২২ কোটি ৩১ লাখ টাকা জামানত জমা ছিলো।

৩। সমস্যারভুক্তভোগী/সুবিধাভোগীকারা?

সুবিধাভোগীরধরণ	পাইলটিংএলাকা	সুবিধাভোগীরসংখ্যা
		বছর (২০২০)
খাদ্য বিভাগ ও মিলারগণ	শেরপুর জেলা	৫০০

৪। **সমস্যা সমাধানে প্রদত্ত আইডিয়াটির শিরোনাম:** ডিজিটাল জামানত ব্যবস্থাপনা।

৫। **সমাধান প্রক্রিয়াঃ**

ক) জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের নামে একটি ব্যাংকে এসটিডি (Short Term Deposit) একাউন্ট খোলা।

খ) মিলারগণ উক্ত একাউন্টে জামানতের অর্থ জমা দিয়ে, জমা রশিদ জেখানি দপ্তরে জমা দিবে।

গ) ব্যাংকে অর্থ জমা হলে জেখানির অফিসিয়াল নাম্বারে এসএমএস আসবে এবং ব্যাংক দিন শেষে উক্ত একাউন্টের বিবরনী জেখানিকে ই-মেইল করবে। অথবা অনলাইনে লগইন করে ব্যাংকে অর্থ জমা হয়েছে কিনা তা জানা যাবে।

ঘ) জেখানি দপ্তর এবং ব্যাংক, উভয় মিলারভিত্তিক জমা ও খারিজ রেজিস্টার পরিপালন করবে।

ঙ) জামানত অবমুক্তির জন্য মিলার জেখানি বরাবর আবেদন করলে, জেখানি হতে যাচাইআন্তে জামানত অবমুক্তির পত্র ব্যাংকে ইস্যু করা হবে।

চ) ব্যাংক পত্র প্রাপ্তির পর ১ কার্যদিবসের মধ্যে মিলারের ব্যাংক একাউন্টে অর্থ পরিশোধ করবে।

ছ) বছর শেষে উক্ত একাউন্টে প্রাপ্ত লভ্যাংশ সরকারী খাতে নন-ট্যাক্স রেভিনিউ হিসাবে জমা করা হবে।

স্টেক হোল্ডারদের সহিত আলোচনাঃ এ বিষয়ে শেরপুর জেলার মিল মালিক সমিতির সাধারন সম্পাদক সহ বেশ কয়েকজন মিলারের সহিত আলোচনা করা হয়েছে এবং তারা সকলেই এই পদ্ধতিকে স্বাগত জানিয়েছেন। এ পদ্ধতির বিস্তারিত নিয়ে অগ্রনী ব্যাংকের দুজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তার সহিত আলোচনা করা হয়েছে। তারাও এ বিষয়ে আগ্রহ ব্যাক্ত করেছেন এবং তাদের ব্যাংক প্রয়োজনীয় সকল শর্ত পূরণ করে সেবা প্রদান করতে পারবেন বলে অভিমত ব্যাক্ত করেছেন।

অর্থের নিরাপত্তা ও বিস্তারিত পদ্ধতিঃ

১) জেখানির একাউন্টের বিপরীতে চেক বই এবং ডেবিট কার্ড ইস্যু হবে না।

২) জেখানি একটি আইডি ও পাসওয়ার্ড পাবে, যা দিয়ে দৈনিক লেনদেন এর হিসাব শুধুমাত্র দেখা যাবে।

৩) সংশ্লিস্ট মিলার অর্থ জমা করার জন্য ৩ কপি ফরম ব্যবহার করবে। যার প্রথম কপি ব্যাংক, ২য় কপি জেখানি এবং ৩য় কপি মিলারের। ফরমের নাম হবে “জামানত জমা ফরম”। এই ফরমের ফরমেট সংশ্লিস্ট ব্যাংকের সকল শাখা, জেখানি, উখানি কার্যালয় এবং অনলাইনে আপলোড করা থাকবে।

৪) ব্যাংক কর্তৃক ছাপানো জমা ফরমে মিলারের নাম, প্রতিস্ঠানের নাম, ধরন, বিভাজনের ক্রমিক নং, মৌসুম, পণ্যের ধরন, মোবাইল নং টাকার পরিমান এবং যে একাউন্টে অর্থ ফেরত পেতে ইচ্ছুক তার বিস্তারিত ইত্যাদি উল্লেখ থাকবে।

৫) ব্যাংক টাকা জমা নেয়ার সময় উক্ত ফরমের সকল তথ্য অনলাইনে সংরক্ষন করবে।

৬) মিলারের জামানত অবমুক্তির আবেদন জেখানি প্রাপ্ত হবার পর তা দপ্তরে রক্ষিত রেজিস্টারের সহিত মিলিয়ে মিলারের প্রাপ্তিস্বীকার স্বাক্ষর গ্রহণ করার পত্র ব্যাংক বরাবর বিস্তারিত তথ্য সহকারে তার নির্ধারিত একাউন্টে অর্থ ফেরত প্রদানের জন্য পত্র প্রেরণ করবে।

৭) ব্যাংক পত্রে প্রদত্ত তথ্যের সহিত তার অনলাইনে রক্ষিত ডাটাবেজে উক্ত মিলারের অর্থ জমার তথ্য মিলিয়ে দেখবে।

৮) জেখানির প্রদত্ত তথ্য এবং ব্যাংকে রক্ষিত তথ্য মিলে গেলে ব্যাংক আরটিজিএস (রিয়েল টাইম গ্রোস সেটেলমেন্ট)/ইএফটি/ফান্ড ট্রান্সফার পদ্ধতিতে এক কার্যদিবসের মধ্যে অর্থ প্রেরণ নিশ্চিত করবে।

৯) ব্যাংক মিলিকরণ না করে অর্থ প্রেরণ করলে, তার ফলে অন্যত্র অর্থ প্রেরিত হলে বা তছরুপ হলে দায় দায়িত্ব ব্যাংক বহন করবে।

১০) অর্থ প্রেরণ হলে জেখানি তৎক্ষণাৎ একটি এসএমএস পাবেন এবং মিলারের ব্যাংকে এসএমএস নোটিফিকেশন সিস্টেম থাকলে তিনিও অবগত হবেন।

ব্যাংক নির্বাচনের জন্য যে সকল শর্তাবলী প্রয়োজনীয়ঃ

১) রাষ্ট্রায়ত্ত/ তফসীলি ব্যাংক হতে হবে।

২) সকল শাখা অনলাইন হতে হবে।

৩) RTGS, EFT, অনলাইন একাউন্ট ইত্যাদি আধুনিক ব্যাংকিং সুবিধা থাকতে হবে।

৪) এসএমএস নোটিফিকেশন সুবিধা থাকতে হবে।

৫। গ. **উদ্যোগটির মধ্যে নতুনত্ব কী** (যা বিদ্যমান আইন/সার্কুলার/নীতিমালায় বলা হয়নি?)

১) ট্রেজারী রুলস এর ৫ম অধ্যায়ের এর ৮ নং প্যারায় বলা হয়েছে "সরকারি কর্মচারী কর্তৃক দাপ্তরিক ক্ষমতাবলে গৃহিত অর্থ যা রাজস্ব আয় নয়, অনুরুপ অর্থ সরকারি হিসাবে জমা করার প্রয়োজন নেই।" যেহেতু, জামানত চুক্তি মোতাবেক কার্য সম্পাদনের পরে ফেরত প্রদান করতে হয় , তাই এই অর্থ সরকারি হিসাবে জমা রাখার সুযোগ নেই।

২। জেনারেল ফিনানসিয়াল রুলস এর দ্বিতীয় অধ্যায় এর ৬ নং প্যারায় বলা হয়েছে -" সরকারি কর্মচারী কর্তৃক দাপ্তরিক ক্ষমতাবলে গৃহিত অর্থ যার মালিক সরকার নয়, সেক্ষেত্রে সোনালী ব্যাংকে বা পোস্ট অফিস সেভিংস ব্যাংকে হিসাব খুলে উক্ত অর্থ জমা রাখবেন। অন্য কোন ব্যাংকে হিসাব খুলতে সরকারের পূর্বানুমোদন প্রয়োজন হবে।" এক্ষেত্রে স্থানীয় অগ্রনী ব্যাংকে হিসাব খুলে পাইলটিং এর জন্য খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন নেয়া হয়েছে। যেহেতু, জামানত এর মালিক সরকার নয়, তাই এ বাবদ প্রাপ্ত সকল অর্থ ব্যাংক হিসাবেই রাখতে হবে। সুনির্দিস্ট বিধিমালা না থাকায় এ ধারার প্রয়োগ হচ্ছে না।

৩। জেনারেল ফিনানসিয়াল রুলস এর দ্বিতীয় অধ্যায় এর ৬ নং প্যারায় আরও বলা হয়েছে- " অনুরূপ অর্থ (জামানত) গ্রহণকারী সরকারি কর্মকর্তা অর্থ সংশ্লিস্ট তহবিল (ব্যাংক হিসাব) পরিচালনার বিধি, প্রবিধি ও আদেশাবলী মেনে অর্থ ব্যায়ের (ফেরত প্রদান) জন্য অবশ্যই নিরীক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।" **খাদ্য বিভাগের এধরনের তহবিল পরিচালনার জন্য কোন বিধি. প্রবিধি বা আদেশ নেই। তাই, একটি খসড়া বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে।**

০৪। ট্রেজারী রুলস এর ৫ম অধ্যায়ের ৭ নং প্যারা ও জেনারেল ফিনানসিয়াল রুলস এর দ্বিতীয় অধ্যায় এর ৫ নং প্যারায় বলা হয়েছে "সরকারি রাজস্ব প্রাপ্তি অনাবশ্যক বিলম্ব না করে সরকারি হিসাবভুক্ত করতে হবে"। তাই উক্ত হিসাব হতে প্রাপ্ত লভ্যাংশ নন-ট্যাক্স রেভিনিউ খাতে সরকারি হিসাবে ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে খাদ্য বিভাগের পক্ষে সংশ্লিস্ট ব্যাংক জমা প্রদান করেছে।

ঘ. **উদ্যোগটি বাস্তবায়ন করার জন্য নতুন কী কী লাগবে?**

ক) প্রস্তাবনার আলোকে জামানত ব্যবস্থাপনা নীতিমালা প্রণয়ণ। খসড়া জামানত ব্যবস্থাপনা নীতিমালা প্রণয়ণ করা হয়েছে। উক্ত নীতিমালার অনুমোদন প্রয়োজন।

৫। ঙ. **উদ্যোগটি বাস্তবায়ন করার জন্য নতুন কী কী ব্যাক গ্রাউন্ড ওয়ার্ক করতে হবে?**

ক) সংশ্লিষ্ট আইন, বিধি ও নীতিমালার পর্যালোচনা করা হয়েছে। স্টেক হোল্ডারদের মতামত গ্রহণ করা হয়েছে।

৬। **প্রত্যাশিত ফলাফল (TCV++):**

	সময়	খরচ	যাতায়াত
আইডিয়া বাস্তবায়নের আগে	১-২ দিন	১০০-১০০০	৪ বার
আইডিয়া বাস্তবায়নের পরে	১দিন	০ টাকা	২ বার

আইডিয়া বাস্তবায়নের ফলে সেবাগ্রহীতার প্রত্যাশিত বেনিফিট	১দিন সাশ্রয়	১০০-১০০০ টাকা সাশ্রয়	২ বার যাতায়াত কমবে
অন্যান্য (TCV কমেনি, কিন্তু গুণগতমান বৃদ্ধিকিংবা অন্যান্য সুবিধা বেড়েছে)	দপ্তরের কর্মঘন্টা সাশ্রয়, অর্থের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা, সরকারের প্রায় ১০০ কোটি টাকা আয় বৃদ্ধি। সেবাগ্রহিতার ঘরে বসে জামানত প্রাপ্তি ও নিজ নিজ উপজেলার ব্যাংকে জামানতের অর্থ জমা প্রদানের সুবিধা প্রাপ্তি, ইত্যাদি। শেরপুর হতে মাত্র ৪ মাসে ৮৩ হাজার টাকা সরকারি খাতে লভ্যাংশ জমা করা হয়েছে।		

৭। **রিসোর্সম্যাপ:**

খাত ভিত্তিক প্রয়োজনীয় সম্পদ	বিবরণ (নাম ও পরিমান)	প্রয়োজনীয় অর্থ (টাকা)	কোথা হতে পাওয়া যাবে/ অর্থের উৎস?
জনবল	দপ্তরের বর্তমান জনবল	প্রয়োজন নেই	প্রযোজ্য নয়
কারিগরি যন্ত্রপাতি (সফট্ওয়্যার/কম্পিউটার)	দপ্তরের বর্তমান কম্পিউটার	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়
বস্তুগত (স্টেশনারী/বাল্কএস.এম.এসইত্যাদি)	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়
অন্যান্য (প্রশিক্ষণ, পরিদর্শন, মূল্যায়ন, সভা, প্রিন্টিং ইত্যাদি)	প্রশিক্ষণ, পরিদর্শন ও সভা,প্রিন্টিং	৫০০০/-	স্থানীয় ব্যয়
প্রয়োজনীয় মোট অর্থ : শূন্য			

কর্মপরিকল্পনাঃ জুন ২০২০ প্রাথমিক প্রস্তুতি, জুলাই- সেপ্টেম্বর ২০২০, হিসাব খোলা ও জামানত জমা করা, ডিসেম্বর ২০২০ লভ্যাংশ প্রাপ্তি, জানুয়ারি ২০২১ প্রাথমিক প্রতিবেদন প্রদান, ফেব্রুয়ারি -মে ২০২১ ২য় পর্যায় পাইলটিং, জুন ২০২১ রেপ্লিকেশন।

৮। **বাস্তবায়নকারী টিম** (উদ্যোগটির পাইলট বাস্তবায়ন করার জন্য বাস্তবায়ন এলাকার প্রতিটি অফিসে যে টিম গঠন করা প্রয়োজন) :

টিমলিডার	কো-টিমলিডার	সদস্য-১	সদস্য-২
নাম: মোঃ ফরহাদ খন্দকার পদবী: জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক (ভারপ্রাপ্ত) কর্মস্থল: শেরপুর। মোবাইল: ০১৭১৭৫৮৫১৭৫ ইমেইল: farhadh.35@gmail.com	নাম: মোঃ মাহবুবুর রহমান পদবী: খাদ্য পরিদর্শক কর্মস্থল: জেখানি, শেরপুর মোবাইল: ০১৯১৪২০৭৯৯১	নাম: হাফিজুর রহমান পদবী: উচ্চমান সহকারী কর্মস্থল: জেখানি, শেরপুর মোবাইল: ০১৯২০৬৭৫৬৮০	নাম: রকিবুল হাসান পদবী: অডিটর কর্মস্থল: জেখানি, শেরপুর মোবাইল: ০১৭৯৫৮৩৮৩১৩

১০. সুবিধাভোগীর ধরণ ও সংখ্যা:

- **ধরণ:** মিলার ও খাদ্য অধিদপ্তর।
- **সংখ্যা:** আনুমানিক ৫০০ জন।

১১। ক. ঝুঁকি:

ঝুঁকি	ঝুঁকির উৎস	ঝুঁকির ধরণ (gravity)			ঝুঁকির সম্ভাবনা (probability)			ঝুঁকিটি নিরসন করা সম্ভব কিনা		কিভাবে নিরসন করা হবে
		উচ্চ	মধ্যম	নিম্ন	উচ্চ	মধ্যম	নিম্ন	হ্যাঁ	না	

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সকল কাজ সম্পন্ন করা।	মিলারদের তথ্য প্রাপ্তি।			নিম্ন			নিম্ন	হ্যাঁ		টিম লিডার+সদস্য+ইনোভেশন টিম।

১২. Details of the Owner:

নাম	পদবী	কর্মস্থল	মোবাইল নম্বর	ই-মেইল	আইডিয়া পাইলটিং এলাকা
নাম: মোঃ ফরহাদ খন্দকার	জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক,	জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, শেরপুর।	০১৭১৭৫৮৫১৭৫	farhadh.35@gmail.com	শেরপুর জেলা।

১৩. মেন্টরের তথ্য:

নাম	পদবী	অফিস	মোবাইল	ই-মেইল
জনাব আব্দুল্লাহ আল মামুন	পরিচালক, প্রশাসন বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা	১৬, আব্দুল গণি রোড, ঢাকা	০১৭১৩-২০২১০০	mamun64@yahoo.com
জনাব মঞ্জুর আলম	সিস্টেম এনালিস্ট, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ইউনিট, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা	১৬, আব্দুল গণি রোড, ঢাকা	০১৯৩৭-৮৩৯৯৫৫	manzooralam74@gmail.com

(মোঃ ফরহাদ খন্দকার)
জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক,(ভারপ্রাপ্ত)
শেরপুর।